তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

দৈনিক খবর

তারিখ 28 AUG 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জটিলতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গেছে, বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি সারাদেশে প্রায় আট হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। যে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশী এবং জনসংখ্যার তুলনায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম কিংবা যে সকল গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসব অঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোগে এসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

সূত্রটির মতে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। ১৯৯০ সালের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনা এবং ২০০০ সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' পরিচালনা বাস্তবায়ন করতে হলে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে সরকারীভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতেহবে।

সূত্রটি জানান, এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই শিক্ষা অধিদফতার গত বছর একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার জন্য পাঠায়। এ প্রস্তাবে স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ সাপেক্ষে অরেজিস্ট্রিকৃত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে রেজিস্ট্রিকরণ ছাড়াও অনুদান মঞ্জুরী প্রসংগে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সূত্রটি জানিয়েছেন, বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে প্রাপ্য মূল বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ বেতন বাবদ সরকারী অনুদান এবং নির্ধারিত ১০০ টাকা হারে চিকিৎসা ও ১০০ টাকা হারে বাড়ীভাড়া প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে আবর্তক মঞ্জুরী ও উন্নয়নমূলক মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে। সেই আলোকে শিক্ষা অধিদফতর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের বিদ্যালয় প্রতি ৪ জন শিক্ষককে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তি করে বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যায় মূল বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ হারে বেতন বাবদ সরকারী অনুদানের প্রস্তাব করে। এছাড়া প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা হিসেবে সরকারী আবর্তক মঞ্জুরী বরাদ্দেরও প্রস্তাব দেয়া হয়।

অধিদফতরের প্রস্তাবে আরো উল্লেখ করা হয়, বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের অবস্থা ভাল নয়। সকল বিদ্যালয়কে এক সাথে উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই প্রতি আর্থিক বছরে কমপক্ষে ১০০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত এবং প্রতিটি বিদ্যালয়কে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা হারে গৃহ নির্মাণ ও মেরামত মঞ্জুরীর প্রস্তাব করা হয়।

সূত্রটি জানায়, শিক্ষকদের বেতন ভাতা, আবর্তক মঞ্জুরী ও উন্নয়নমূলক মঞ্জুরী বাবদ অধিদফতর প্রায় ২৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দেখিয়েছে। অন্যদিকে এসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একযোগে সরকারীকরণ করা হলে প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

সূত্রটি জানায়, সার্বজনীন শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৮৬ সালের শেষ দিকে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলাভিত্তিক ২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে। এসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুদান দেয়ার জন্য সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সিদ্ধান্তটি বর্তমানে স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কেন এ সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয় তার ব্যাখ্যা করা হয়। তবে গত বছরের ভয়াবহ বন্যায় বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেবার কারণে হয়তো এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলে সূত্রটি জানায়।